গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

Activating Village Courts in Bangladesh Phase II Project

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

‘গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর’ সম্বলিত পুস্তিকা

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্বত্ব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়
সরদার এম আসাদুজ্জামান, জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়ক
বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

এনামুল হক, সিনিয়র ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার
বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

আইনি নিরীক্ষা
শিরিন সুলতানা লিরা, লিগ্যাল স্পেশালিস্ট
বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৮

ISBN: 978-984-34-5261-0

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা ৫
ভূমিকা ৭
পুস্তিকাটি প্রণয়ণের উদ্দেশ্য ৭
যাদের জন্য এ পুস্তিকা ৭
পুস্তিকার বিষয়বস্তু ৭
পুস্তিকাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ৮
গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর ৯
১. মৌলিক বিষয় ৯
২. গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা ৯
৩. গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ১২
৪. গ্রাম আদালতের ক্ষমতা ১২
৫. মামলা দায়েরের সময়সীমা ১৩
৬. গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন ১৩
৭. সমন ১৭
৮. দাবি বা বিবাদ স্বীকার ২১
৯. গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন ২৩
১০. গ্রাম আদালত গঠন ২৫
১১. লিখিত আপত্তি ২৬
১২. প্রাক বিচার ২৬
১৩. গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অপসারণ ২৭
১৪. গ্রাম আদালতের অধিবেশন ২৭
১৫. মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ২৯
১৬. গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ৩০
১৭. আপিল ৩২
১৮. গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ ৩২

১৯. ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান ৩৪
২০. গ্রাম আদালতের অবমাননা ৩৪
২১. জরিমানা ও অর্থ আদায় পদ্ধতি ৩৪
২২. সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব ৩৬
২৩. বিচারাধীন মামলা উচ্চ আদালত হতে গ্রাম আদালতে প্রেরণ ৩৬
২৪. নকল সরবরাহ ৩৭
২৫. রেজিস্টার ও নথিপত্র সংরক্ষণ ৩৮
২৬. গ্রাম আদালতের ফরম ও ফরমেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশনা ৩৮
২৭. বিবিধ ৩৮
২৮. ফরম: ৩৮
২৮.১ মামলার রেজিস্টার (ফরম-২) ৩৮
২৮.২ মামলার আদেশনামা (ফরম-৩) ৩৯
২৮.৩ প্রতিবাদীর প্রতি সমন (ফরম-৪) ৩৯
২৮.৪ মামলার স্লিপ (ফরম-১১) ৩৯
২৮.৫ গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেনের রেজিস্টার (ফরম-১৩) ৩৯
২৮.৬ ফিস/জরিমানার রসিদ (ফরম-১৪) ৪০
২৮.৭ পত্র প্রদান রেজিস্টার (ফরম-১৬) ৪০
একনজরে গ্রাম আদালতের ধাপসমূহ: ৪১

কৃতজ্ঞতা

জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
ও
অতিরিক্ত সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গ্রামীণ সাধারণ, দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় বিচারিক সেবা পৌঁছাতে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে কতিপয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ সালের ৯ মে অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও টেকসই করতে স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেশের ৩৫১টি ইউনিয়নে অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এরই সফলতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প (২০১৬-১৯) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ্রাম আদালতকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে গ্রাম আদালত আইন, বিধিমালা ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা, জ্ঞান এবং দক্ষতার সীমাবদ্ধতা। এ সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট সবার প্রত্যাশাকে বিবেচনায় রেখে প্রকল্প কর্তৃক **'গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর'** সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে। পুস্তিকাটি সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(ইকরামুল হক)

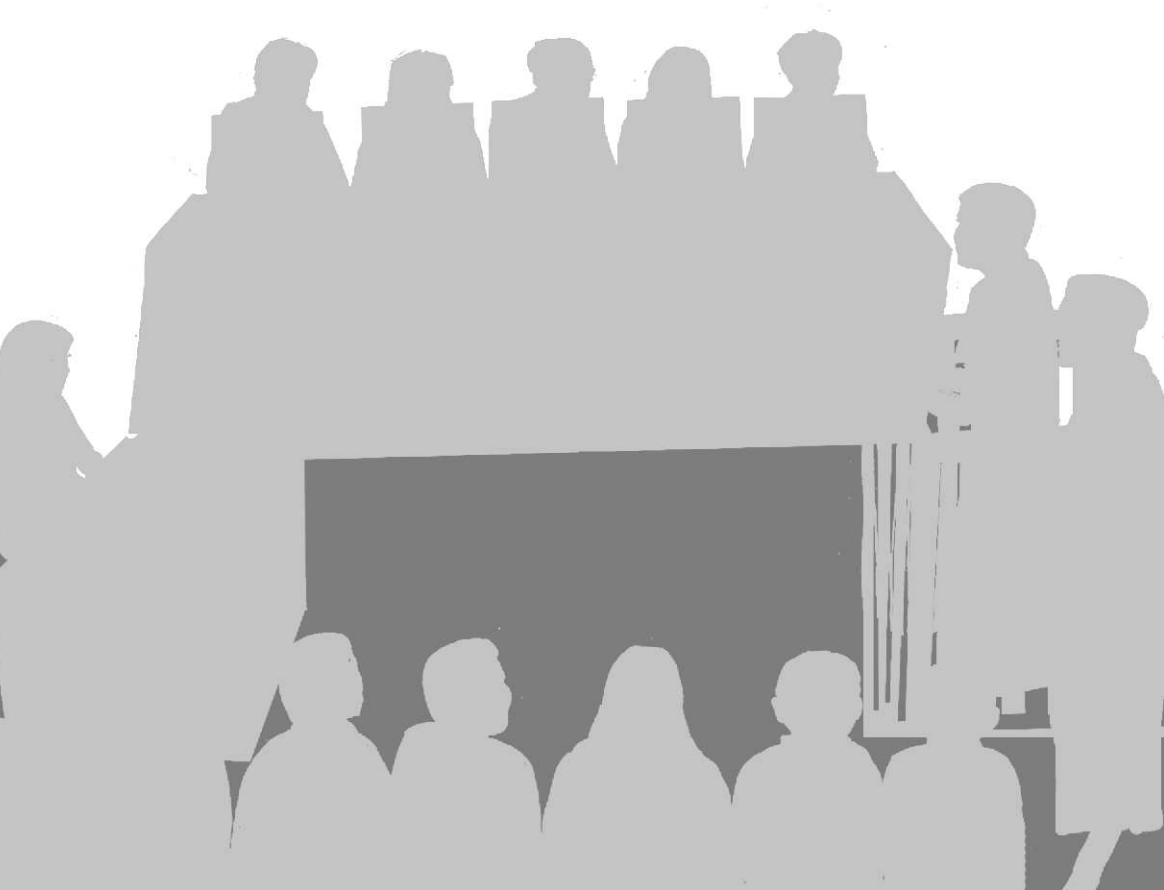

ভূমিকা

পুস্তিকাটি প্রণয়ণের উদ্দেশ্য

এ পুস্তিকাটি প্রণয়ণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে-

গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও সচিব এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে একটি কার্যকর গ্রাম আদালত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের কাছে বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা।

এ পুস্তিকাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

১. গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় বিচারব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন যা কার্যকরভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২. গ্রাম আদালতের বিচারকাজে জড়িত ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের গ্রাম আদালত আইন, বিধিমালা, বিচার পরিচালনা পদ্ধতি, নথিপত্র এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বা কোনো সমস্যা দেখা দিলে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিক স্বচ্ছ ও কার্যকর ধারণা সৃষ্টি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

৩. গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দক্ষতার সাথে গ্রাম আদালত পরিচালনা করতে পারবেন।

যাদের জন্য এ পুস্তিকা

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও সচিব এবং গ্রাম আদালতের স্থানীয় প্রতিনিধিসহ গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের জন্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হবে। গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে এটি ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে এ পুস্তিকাটি ব্যবহার করা যাবে।

পুস্তিকার বিষয়বস্তু

এ পুস্তিকায় গ্রাম আদালতের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা, আইন-বিধি ও ব্যবহারিক দিক-এ তিনটি উপাদানকে কেন্দ্র করে খুঁটিনাটি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে কার্যকরভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বা কোনো সমস্যা দেখা দিলে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিক স্বচ্ছ ও কার্যকর ধারণা পেতে পারেন।

পুস্তিকাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

গ্রাম আদালতের প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে পুস্তিকাটিতে গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। তবে পুস্তিকায় উল্লিখিত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে কোনো অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে মূল আইন ও বিধির বিধানসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১ প্র উ মৌলিক বিষয়

১.১ গ্রাম আদালত কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?

গ্রামের সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার লাভের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কতিপয় ছোটখাটো বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১.২ গ্রাম আদালতে কাদের বিচারিক সেবা লাভ করার অধিকার রয়েছে?

ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব ব্যক্তিরই গ্রাম আদালতে বিচারিক সেবা লাভের অধিকার রয়েছে।

১.৩ গ্রাম আদালতে বিচারিক সেবা পেতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়?

ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ১০ (দশ) টাকা এবং দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) টাকা হারে ফিস প্রদান করতে হয় [বিধি: ৩(৩)]।

২ প্র উ গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা

২.১ ফৌজদারি অপরাধ বলতে কী বুঝায়?

কোনো আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য কোনো কাজ করাকে ফৌজদারি অপরাধ বলে। যেমন: চুরি, কলহ, দাঙ্গা, মারামারি, অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন, অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা প্রভৃতি।

২.২ দেওয়ানি অপরাধ বলতে কী বুঝায়?

যে সব মামলায় ক্ষতিপূরণ আদায়, দখল-পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিকার দাবি করা হয় সেগুলোই হচ্ছে দেওয়ানি মামলা। যেমন: স্বত্ব নিয়ে বিরোধ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার নিয়ে বিরোধ, টাকা পয়সা আদায় নিয়ে বিরোধ, গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত বিরোধ ইত্যাদি দেওয়ানি মামলার অন্তর্ভুক্ত।

২.৩ কোন কোন বিষয়ে গ্রাম আদালতে মামলা করা যায়?

নিম্নলিখিত ফৌজদারি বিষয়ে গ্রাম আদালতে মামলা করা যায়:

- স্বেচ্ছায় আঘাত করার শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৩২৩)
- ক্ষতি সাধনের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৪২৬)
- অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৪৪৭)
- বে-আইনি সমাবেশে যোগদান করার শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ১৪৩)
- দাঙ্গা করার শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ১৪৭)
- বে-আইনি সমাবেশ (দঃবিঃ ধারা: ১৪১)
- কলহ বা মারামারির শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ১৬০)
- প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করা (দঃবিঃ ধারা: ৩৩৪)
- অন্যায় নিয়ন্ত্রণের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৩৪১)
- অন্যায় আটকের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৩৪২)
- গুরুতর প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমণ কিংবা অপরাধজনক বল প্রয়োগের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৩৫২)
- মারাত্মক প্ররোচনার ফলে আক্রমণ করা কিংবা অপরাধজনক বল প্রয়োগ করা (দঃবিঃ ধারা: ৩৫৮)
- শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান করা (দঃবিঃ ধারা: ৫০৪)
- অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৫০৬)
- কোন ব্যক্তিকে বিধাতার বিরাগভাজন হবে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কোনো কাজ করানোর শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৫০৮)
- কোনো নারীর সম্মান বা শালীনতাকে অমর্যাদা বা অপমানের উদ্দেশ্যে কথা বলা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করার শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৫০৯)
- মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্য অসদাচরণের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৫১০)
- চুরির শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৩৭৯*)
- বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি (দঃবিঃ ধারা: ৩৮০*)
- কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৩৮১*)
- অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৪০৩)
- অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি (ধারা: ৪০৬)
- প্রতারণা শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৪১৭)
- প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করতে প্রবৃত্ত করার শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৪২০)
- অনিষ্ট করে পঞ্চাশ টাকা বা উহার অধিক ক্ষতিসাধনের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৪২৭)
- দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্টসাধনের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৪২৮)
- যেকোনো মূল্যের গবাদি পশু অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোনো পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্টসাধনের শাস্তি (দঃবিঃ ধারা: ৪২৯)।

*** গ্রাম আদালত আইন অনুযায়ী দাবী বা ক্ষতির সর্বোচ্চ মূল্যমান ৭৫,০০০ টাকা; (ব্যতিক্রম শুধু দণ্ডবিধি ৩৭৯, ৩৮০ এবং ৩৮১ ধারার ক্ষেত্রে)**

নিম্নলিখিত দেওয়ানি বিষয়ে গ্রাম আদালতে মামলা করা যায়:

১. কোনো চুক্তি, রসিদ বা অন্য কোনো দলিল মূলে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য মামলা
২. কোনো অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা এর মূল্য আদায়ের জন্য মামলা
৩. স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বছরের মধ্যে এর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা
৪. কোনো অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা
৫. গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা এবং
৬. কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।

২.৪ স্বামী স্ত্রীকে শারীরিকভাবে মারপিট করলে স্ত্রী গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদন করতে পারবে কিনা?

স্ত্রী কর্তৃক আবেদনপত্রে বর্ণিত অভিযোগটি যদি গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বিচারযোগ্য কোনো ফৌজদারি মামলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কাঙ্ক্ষিত প্রতিকারও যদি গ্রাম আদালতের এখতিয়ারাধীন হয়, সেক্ষেত্রে স্ত্রী গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্ত্রী কী প্রতিকার চায়, শারীরিক আঘাতের প্রকৃতি কেমন, আঘাতের ঘটনাটি প্রকাশ্যে ঘটেছে কি না এবং এ ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে কিনা ইত্যাদি। উল্লিখিত ঘটনায় স্ত্রী কলহ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে।

২.৫ তালাক, দেনমোহর, ভরণপোষণ, বহুবিবাহ, যৌতুক এবং পারিবারিক সহিংসতা গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তি করা যাবে কিনা?

তালাক, দেনমোহর, ভরণপোষণ, বহুবিবাহ, যৌতুক এবং পারিবারিক সহিংসতা গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর আওতাভুক্ত নয় বিধায় তা গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তি করা যাবে না। তবে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর বিধান অনুসরণে ইউনিয়ন পরিষদে সালিশি পরিষদ গঠনের মাধ্যমে তালাক, দেনমোহর, ভরণপোষণ, বহুবিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়াও আবেদনকারী চাইলে যৌতুক এবং পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার-এর সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

২.৬ মাদকাসক্ত সন্তান পিতা-মাতার ওপর অত্যাচার করলে সেই মামলা গ্রাম আদালতে গ্রহণ করা যাবে কিনা?

মাদকাসক্ত সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ওপর অত্যাচারের ফলে সংঘটিত ক্ষতি যদি গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হয়, তবে মামলাটি গ্রহণ করা যাবে। মাদকাসক্তির কারণে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে এটি গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে অপরাধের ধরন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (যেমন- থানা, আদালত)-এর কাছে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

২.৭ এনজিও বা কোনো ঋণপ্রদানকারী সংস্থা পাওনা টাকা আদায়ের মামলা গ্রাম আদালতে নেওয়া যাবে কি?

এনজিও বা কোনো ঋণপ্রদানকারী সংস্থার পাওনা টাকা আদায়ের মামলা গ্রাম আদালতে নেওয়া যাবে না।

এক্ষেত্রে ওই এনজিও বা ঋণপ্রদানকারী সংস্থা উপযুক্ত দেওয়ানি আদালতে উপযুক্ত ফি প্রদান করে পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করতে পারবে।

৩ প্রউ গ্রাম আদালতের এখতিয়ার

৩.১ গ্রাম আদালত কোথায় গঠিত হবে?

যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হবে বা বিরোধ ঘটবে, সেই ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হবে [ধারা: ৬(১) ও ৬(২)]।

৩.২ আবেদনকারী ও প্রতিবাদী ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে এবং ঘটনাস্থল অন্য ইউনিয়নে হলে গ্রাম আদালত কোথায় গঠিত হবে?

আবেদনকারী বা প্রতিবাদী যেকোনো ইউনিয়নের বাসিন্দা হোক না কেন, যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হবে বা বিরোধ ঘটবে, সে ইউনিয়নেই গ্রাম আদালত গঠিত হবে।

৪ প্রউ গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

৪.১ গ্রাম আদালতে সর্বোচ্চ কত টাকা মূল্যমানের মামলা দায়ের করা যায়?

গ্রাম আদালতে সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মূল্যমানের ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় প্রকারের মামলা দায়ের করা যায় [ধারা: ৭]।

৪.২ আবেদনপত্রে বিরোধের মূল্যমান প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম অর্থাৎ ৭৫ হাজার টাকা উল্লেখ করে আবেদন করার পর যদি প্রকৃত মূল্য বেশি প্রতীয়মান হয়, সে ক্ষেত্রে করণীয় কী?

এক্ষেত্রে মামলার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। কারণ আবেদনকারীর আবেদনপত্রে বর্ণিত মূল্যমান দ্বারা আদালতের এখতিয়ার সৃষ্টি হবে [কাজী মতিউর রহমান বনাম দীন ইসলাম, ৪৩ ডিএলআর (১৯৯১) ১২৮ দ্রষ্টব্য]।

৪.৩ গ্রাম আদালত কাউকে শাস্তি দিতে পারে কিনা?

গ্রাম আদালত কাউকে শাস্তি দিতে পারে না। তবে ক্ষতিপূরণ আদায়ের আদেশ দিতে পারে।

৫ প্র উ মামলা দায়েরের সময়সীমা

৫.১ গ্রাম আদালতে কতদিনের মধ্যে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায়?

ফৌজদারি মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিরোধীয় ঘটনা ঘটার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে [ধারা: ৬(ক)]।

৫.২ গ্রাম আদালতে কতদিনের মধ্যে দেওয়ানি মামলা দায়ের করা যায়?

দেওয়ানি মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিরোধীয় ঘটনা ঘটার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে। তবে স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার ১ (এক) বছরের মধ্যে এর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করা যাবে [ধারা: ৬(খ)]।

৬ প্র উ গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন

৬.১ আবেদনপত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর লেখা বাধ্যতামূলক কিনা?

আবেদন ফরমে (ফরম-১) জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সব তথ্য প্রদান করা আবশ্যক, কোনো অংশ ফাঁকা রাখা যাবে না। তবে যেক্ষেত্রে আবেদনকারী বা সাক্ষীর পরিচয়পত্র নেই, সেক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের পরিবর্তে জন্মনিবন্ধন নম্বর লেখা আবশ্যক এবং উক্ত নম্বরের পাশে 'জন্মনিবন্ধন নম্বর' কথাটি উল্লেখ করতে হবে। যেক্ষেত্রে কোনো নম্বরই নেই, সেক্ষেত্রে 'নাই' শব্দটি উল্লেখ করতে হবে।

৬.২ আবেদনপত্রে বিরোধীয় বিষয়ে আবেদনকারী কর্তৃক বিস্তারিত বিবরণ ভিন্ন কাগজে নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা?

আবেদন ফরমে (ফরম-১) বিরোধীয় বিষয়ের বর্ণনার জন্য পর্যাপ্ত স্থান না থাকলে বিরোধীয় বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য অতিরিক্ত কাগজ ব্যহার করা যাবে, যা উক্ত আবেদনপত্রের অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

৬.৩ একটি মামলায় প্রতিবাদী সর্বোচ্চ কতজন পর্যন্ত হতে পারে? প্রতিবাদীর সংখ্যা একাধিক হলে সবার নাম/ঠিকানা রেজিস্টারে লিখতে হবে কি?

একটি মামলায় একাধিক প্রতিবাদী থাকতে পারে [ধারা: ৫(৩)]। আইনে এর নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদীর সংখ্যা একাধিক হলেও সবার নাম, ঠিকানা রেজিস্টারে লিখতে হবে।

৬.৪ সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জমির মূল্য বিবেচনায় নিতে হবে কি? না দাবিকৃত সীমানার কারণে ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে?

সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জমির মূল্য বিবেচনায় নেওয়া যাবে না। সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের ফলে সাধিত ক্ষতির মূল্যমানই উল্লেখ করতে হবে। যেমন- আঃ রহিম,

হাসনাতের কাছ থেকে ১১ (এগার) শতক জমি ক্রয় করলেন। কিন্তু হাসনাত জমির সীমানা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় আঃ রহিমকে ১০ (দশ) শতক জমি বুঝিয়ে দিয়েছেন। সীমানা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাকি ১ (এক) শতক জমি ফিরে পাওয়ার জন্য আঃ রহিম গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। এক্ষেত্রে আঃ রহিমকে আবেদনে দাবিকৃত ১ (এক) শতক জমির মূল্যমানই উল্লেখ করতে হবে যা সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকার মধ্যে হতে হবে।

৬.৫ প্রতিবাদীকে সমন দেওয়ার পর প্রতিবাদী যদি আবেদনকারীর সাথে নতুনভাবে ঝগড়া-বিবাদ বা মারামারি করে সে ক্ষেত্রে নতুন আবেদন নেওয়া যাবে কি? না গেলে করণীয় কি হবে?

সমন পেয়ে প্রতিবাদী যদি আবেদনকারীর সাথে নতুন করে ঝগড়া বিবাদ বা মারামারি করে এবং এর ফলে যদি আবেদনকারীর নতুন কোনো ক্ষতি সাধিত হয় এবং আবেদনকারী যদি উক্ত ক্ষতির প্রতিকার চেয়ে গ্রাম আদালতে আবেদন করে, তাহলে সে আবেদন গ্রহণ করা যাবে। তবে গ্রাম আদালত ইতোমধ্যে যদি উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে গ্রাম আদালতে নতুন করে কোনো মামলা গ্রহণ করা যাবে না [ধারা: ৩(২)]। এক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালতে মামলা করা যেতে পারে।

৬.৬ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নিজে গ্রাম আদালতে মামলা করতে পারবে কি না? ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গ্রাম আদালতে মামলা করা যাবে কি না?

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ব্যক্তিগতভাবে যদি গ্রাম আদালত আইনের এখতিয়ারভুক্ত কোনো বিরোধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং উক্ত বিরোধের ফলে সাধিত ক্ষতির মূল্যমান যদি গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে তিনি গ্রাম আদালতে মামলা করতে পারবেন।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নয় বরং দেশের একজন নাগরিক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গ্রাম আদালতে মামলা করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্যানেল-এর ১ নং সদস্যের কাছে আবেদন দাখিল করতে হবে [বিধি-৫(৫)]।

৬.৭ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান যদি আবেদনকারী হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র কে গ্রহণ করবে এবং পরবর্তী সময়ে কে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন?

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্যানেল-এর ১ নং সদস্য আবেদনপত্র গ্রহণ করবেন এবং তিনিই ওই গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

৬.৮ মামলার ফিস দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে মাফ করে দেওয়া যাবে কিনা?

বিধি অনুযায়ী আবেদনপত্র দাখিল করার সময়ই ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ১০ (দশ) টাকা এবং দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) টাকা ফিস প্রদান করতে হবে। মামলার ফিস মাফ করে দেওয়ার সুযোগ নেই।

৬.৯ আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হলে চেয়ারম্যান অগ্রাহ্যের কারণ কোন ফরমে লিখবেন?

আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবেদনপত্রের উপর লিখিতভাবে অগ্রাহ্যের কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্রটি আবেদনকারীর কাছে ফেরত দিবেন। এখানে অতিরিক্ত কোনো ফরম ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তবে লিখিতভাবে অগ্রাহ্যের কারণ উল্লেখপূর্বক ফেরতকৃত আবেদনটির একটি কপি সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ পরবর্তী সময়ে আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনটি রিভিশনের প্রয়োজন হতে পারে।

৬.১০ মামলার ফিস কখন গ্রহণ করতে হবে?

আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনপত্র দাখিল করার সময়ই মামলার ফিস গ্রহণ করতে হবে [বিধি: ৩(৩)]।

৬.১১ যেসব আবেদন গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত সেসব আবেদনের জন্য ফিস গ্রহণ করতে হবে কি?

আবেদনকারী কর্তৃক গ্রাম আদালতে আবেদনপত্র দাখিল করার সময়ই মামলার ফিস গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনটি গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত কিনা, তা বিবেচ্য বিষয় নয়। কোনো আবেদন গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত কিনা তা আবেদনপত্র দাখিল-পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই এবং পরে মামলার শুনানিকালে প্রতীয়মান হতে পারে।

৬.১২ আবেদন নাকচ হলে মামলার ফিস ফেরত দেওয়া যাবে কি?

বিধি অনুযায়ী আবেদনপত্র দাখিল করার সময়ই মামলার ফিস প্রদান করতে হয় যা ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি কোষাগারে রাজস্ব হিসেবে জমা হয়। তাই আবেদনপত্র নাকচ করা হলে মামলার ফিস ফেরত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৬.১৩ মামলার স্লিপ কি নথিতে সংযুক্ত করতে হবে?

হ্যাঁ, মামলার স্লিপ নথিতে সংযুক্ত করতে হবে।

৬.১৪ মামলার ফিস/জরিমানার রসিদ কি নথিতে সংযুক্ত করতে হবে?

মামলার ফিস/জরিমানার রসিদ নথিতে সংযুক্ত করা আবশ্যক নয়। তবে দুই প্রস্থ রসিদের এক প্রস্থ আবেদনকারীকে দিতে হবে এবং অন্য প্রস্থ মুড়ি বইয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.১৫ আবেদনপত্র গ্রহণের পর আবেদনকারী নিজেই সময় চেয়ে আবেদন করলে সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি?

আবেদনকারীকে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রয়োজনে সময় দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, আবেদনপত্র গ্রহণের সর্বোচ্চ ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠন করতে হবে [বিধি: ১০(৩)]।

৬.১৬ মামলার মূল্যমান প্রচলিত বাজার দর না সরকার নির্ধারিত দরের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে?

মামলায় আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনে উল্লিখিত প্রার্থিত প্রতিকার হিসেবে দাবিকৃত মূল্যমানই গ্রাম আদালতের বিচার্য বিষয় বলে গণ্য হবে। কারণ আবেদনকারীর আবেদনপত্রে বর্ণিত মূল্যমান দ্বারা আদালতের এখতিয়ার সৃষ্টি হবে [কাজী মতিউর রহমান বনাম দীন ইসলাম, ৪৩ ডিএলআর (১৯৯১) ১২৮ দ্রষ্টব্য]।

৬.১৭ গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের কালে কোনো মামলায় একাধিক প্রতিবাদী থাকলে তাদের নাম, ঠিকানা ও প্রয়োজনীয় তথ্য আবেদনপত্রের কোথায় লিখতে হবে?

আবেদন ফরমে প্রতিবাদীর তথ্যের জন্য নির্ধারিত স্থানে মূল প্রতিবাদীর নামের পর 'গং' শব্দটি লিখতে হবে। তবে আবেদনের সাথে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করে সেখানে অন্যান্য প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও প্রয়োজনীয় তথ্য লিখতে হবে যা আবেদনপত্রের অংশ বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আবেদন ফরমের নিচে সংযুক্তি নম্বর (যেমন- সংযুক্তি: ১-৩) উল্লেখ করতে হবে।

৬.১৮ আবেদন ফরমে আবেদনকারী, প্রতিবাদী ও সাক্ষীর পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা, বিরোধের বিস্তারিত বিবরণ, স্থান, সময় ইত্যাদি লেখার কোনো জায়গা নেই। এক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করে সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য লিখতে হবে যা আবেদন ফরমের অংশ বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আবেদন ফরমের নিচে সংযুক্তি নম্বর (যেমন- সংযুক্তি: ১-৩) উল্লেখ করতে হবে।

৬.১৯ পক্ষগণের বয়স লিখতে হবে? হলে, কোথায় কোথায় লিখতে হবে?

অতিরিক্ত কাগজে বিরোধীয় বিষয়ের বর্ণনাকালে পক্ষগণের নাম উল্লেখ করলে তার পাশে তাদের বয়স উল্লেখ করতে হবে।

৬.২০ আবেদন ফরম (ফরম-১)-এর ১৫ নং কলামে বিরোধীয় বিষয় এ ঘটনার তারিখ, আর্থিক মূল্যমান উল্লেখ করার সহজ পদ্ধতি কী?

সংক্ষেপে বিরোধীয় বিষয় ও মূল্যমান উল্লেখ করতে হবে। তবে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করে সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে এবং তা আবেদন ফরমের অংশ বলে গণ্য হবে।

৬.২১ আবেদন ফরমে প্রার্থিত প্রতিকার কীভাবে উল্লেখ করতে হবে?

আবেদনকারীর মূল দাবি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ কী প্রতিকার বা কীভাবে নিষ্পত্তি চান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করে সেখানে প্রার্থিত দাবি বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে এবং তা আবেদনপত্রের অংশ বলে গণ্য হবে। তবে সবসময় প্রতিকারের আর্থিক মূল্যমান নাও হতে পারে।

৭ প্রউ সমন

৭.১ প্রতিবাদী সমন গ্রহণ না করলে জরিমানা করা যাবে কিনা?

প্রতিবাদী সমন গ্রহণ না করলে জরিমানা করার বিধান নেই। যেহেতু ইউনিয়ন পর্যায়ে ছোটখাটো বিবাদ বা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাই উক্তরূপ বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মামলার কার্যক্রমে উভয়পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতিবাদীকে একাধিকবার সমন দেওয়া যেতে পারে বা প্রতিবাদী যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা, সেই ওয়ার্ডের সদস্যের মাধ্যমে তাকে সমন গ্রহণ বা সমন গ্রহণ-পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

৭.২ প্রতিবাদী সমন পেয়ে না আসলে কী হবে?

সমন পেয়ে প্রতিবাদী না আসলে আবেদনকারী বিরোধীয় বিষয়ে উপযুক্ত আদালতে মামলা করতে পারবেন মর্মে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবেদনকারীকে সনদ প্রদান করে আবেদনপত্রটি ফেরত দেবেন। তবে এক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মামলার কার্যক্রমে উভয়পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতিবাদীকে একাধিকবার সমন দেওয়া যেতে পারে বা প্রতিবাদী যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা, সেই ওয়ার্ডের সদস্যের মাধ্যমে তাকে সমন গ্রহণ বা সমন গ্রহণ পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

৭.৩ শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখে প্রতিবাদী না এলে একতরফা বিচারকার্য পরিচালনা করা যাবে কিনা?

শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখে প্রতিবাদী গ্রাম আদালতে না এলে তার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা যাবে, যদি তার মনোনীত সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন [বিধিঃ ১৮]। তবে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করাকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই বিচারকার্য পরিচালনাকালে উভয়পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবাদী যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা, সেই ওয়ার্ডের সদস্যের মাধ্যমে বিচারকার্য চলাকালে প্রতিবাদীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

৭.৪ প্রতিবাদী সমন পেয়ে যদি না আসে তবে দ্বিতীয়বার সমন দেওয়া যাবে কিনা?

প্রতিবাদী সমন পেয়ে যদি না আসে তবে একাধিকবার সমন দেওয়া যাবে এবং উক্ত প্রক্রিয়ায় উভয়পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে উক্ত সময়সীমার মধ্যে একাধিকবার সমন দেওয়া বা প্রতিবাদী যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা, সেই ওয়ার্ডের সদস্যের মাধ্যমে তাকে সমন গ্রহণ-পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। তবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, আবেদন গ্রহণের সর্বোচ্চ ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়ে গ্রাম আদালত গঠন করতে হবে।

৭.৫ প্রতিবাদী হাজির না হলে তাকে জোরপূর্বক উপস্থিত করার বিধান গ্রাম আদালতে আছে কিনা?

প্রতিবাদীকে জোর করে উপস্থিত করার বিধান গ্রাম আদালত আইন বা বিধিতে নেই। যেহেতু ইউনিয়ন পর্যায়ে ছোটখাটো বিবাদ বা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাই উক্তরূপ বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মামলার কার্যক্রমে উভয়পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণর নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নিজ উদ্যোগে অথবা প্রতিবাদী যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা, সেই ওয়ার্ডের সদস্যের মাধ্যমে বিচারকার্য চলাকালে প্রতিবাদীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে তাকে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

৭.৬ প্রতিবাদী সমন পাওয়ার পর হাজির না হয়ে থানায় গিয়ে মামলা করলে করণীয় কী?

প্রতিবাদী সমন পাওয়ার পর হাজির না হয়ে থানায় গিয়ে একই বিষয়ে মামলা করলে, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, উক্তরূপ মামলা সম্পর্কে অবগত হয়ে, তিনি নিজে অথবা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্যের মাধ্যমে প্রতিবাদীকে থানায় মামলা দায়ের-পরবর্তী আনুষ্ঠানিক আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা, মামলা পরিচালনা ব্যয়, মানসিক হয়রানি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। একই সাথে গ্রাম আদালতে দায়ের করা মামলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং সমাজে উভয়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আবেদনকারী বিরোধীয় বিষয়ে উপযুক্ত আদালতে মামলা করতে পারবেন মর্মে চেয়ারম্যান আবেদনকারীকে সনদ প্রদান করে আবেদনপত্রটি ফেরত দেবেন।

৭.৭ উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলার আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর ঠিকানা ভিন্ন ইউনিয়নে হলে নোটিশ/সমন খরচ (ডাকযোগে পাঠানোর প্রয়োজন হলে) কে বহন করবে?

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার বাইরে বসবাস করেন এমন কোনো ব্যক্তিকে সমন প্রদান করতে হলে উহার খরচ আবেদনকারীকে বহন করতে হয় [বিধি: ৮(৭) ও ১৫(৭)]। একইভাবে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর ঠিকানা ভিন্ন ইউনিয়নে হলে নোটিশ/সমন জারির খরচ আবেদনকারীকে বহন করতে হবে।

৭.৮ সমন পাওয়ার পর প্রতিবাদী সদস্য মনোনয়নের জন্য সময় চাইলে এবং তা আবেদনপত্র গ্রহণের ১৫ দিনের অতিরিক্ত হলে চেয়ারম্যান সময় দিতে পারবে কি?

প্রতিবাদীকে সময় দেওয়া যাবে। তবে উক্ত সময় আবেদনপত্র গ্রহণের দিন থেকে ১৫ দিনের অতিরিক্ত হলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সময় দিতে পারবে না। কারণ আবেদনপত্র গ্রহণের দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রাম আদালত গঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে [বিধি: ১০(৩)]। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রতিবাদীকে ইতিবাচকভাবে আইনের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে বুঝিয়ে বলা যেতে পারে, যাতে করে বিধান অনুযায়ী প্রতিবাদীকে তার চাহিদা মতো অতিরিক্ত সময় দিতে পারে।

৭.৯ এক ইউনিয়ন হতে অন্য ইউনিয়নে বসবাসরত প্রতিবাদীকে সমন প্রদানের প্রক্রিয়া কী?

এক ইউনিয়ন হতে অন্য ইউনিয়নে বসবাসরত প্রতিবাদীকে সমন প্রদান করতে হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ) সমন জারি করবেন [বিধি: ৮(৭) ও ১৫(৭)]। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ পত্র প্রদান রেজিস্টার (ফরম-১৬) যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে এবং আবেদনকারীকে এ বাবদ খরচ বহন করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রতিবাদীর ইউনিয়ন যদি বিরোধীয় ঘটনা ঘটার ইউনিয়ন থেকে কাছাকাছি বা পাশাপাশি হয় সেক্ষেত্রে দ্রুত ও সহজে মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনে করলে গ্রাম পুলিশ বা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত যে কোনো ব্যক্তির দ্বারা প্রতিবাদীকে সমন দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও আবেদনকারীকে এ বাবদ খরচ বহন করতে হবে।

৭.১০ প্রতিবাদীর সংখ্যা একাধিক হলে সবাইকে এক সমনে ডাকা যাবে কি? সমনে প্রত্যেক প্রতিবাদীর স্বাক্ষর লাগবে কিনা?

প্রতিবাদীর সংখ্যা একাধিক হলে প্রত্যেক প্রতিবাদীর জন্য আলাদা সমন জারি করতে হবে। প্রত্যেক সমনে সংশ্লিষ্ট প্রতিবাদীর স্বাক্ষর লাগবে।

৭.১১ মামলার স্লিপ সরাসরি প্রদান করা হলে স্মারক নং দিতে হবে কি?

দাপ্তরিক পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে স্মারক নম্বরের ব্যবহার একটি প্রচলিত চর্চা। এক্ষেত্রে মামলার স্লিপ সরাসরি প্রদান করা হলেও স্মারক নম্বর দিতে হবে। উক্ত স্মারক নম্বর ইউনিয়ন পরিষদ পত্র প্রদান রেজিস্টারের ১ নম্বর কলামে লিখতে হবে।

৭.১২ আবেদনকারী/প্রতিবাদীকে যদি মামলার স্লিপ হাতে হাতে দেওয়া হয়, তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ পত্র প্রদান রেজিস্টারে গ্রাম পুলিশের স্বাক্ষর দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা?

ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাম আদালত থেকে যদি ইউনিয়ন পরিষদ সচিব অথবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরাসরি আবেদনকারী বা প্রতিবাদীকে মামলার স্লিপ হাতে হাতে প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে পত্র প্রদান রেজিস্টারে গ্রাম পুলিশের স্বাক্ষর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব অথবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইউনিয়ন পরিষদ পত্র প্রদান রেজিস্টারের ১০ নম্বর কলামে স্বাক্ষর করবেন। যদি গ্রাম পুলিশ পত্রবাহক হিসেবে মামলার স্লিপ প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত কলামে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পুলিশ স্বাক্ষর করবেন।

৭.১৩ মামলার স্লিপ গ্রহণকালে আবেদনকারী বা প্রতিবাদী কর্তৃক কোনো প্রাপ্তিস্বীকার সংক্রান্ত স্বাক্ষর লাগবে কিনা?

মামলার স্লিপ গ্রহণকালে আবেদনকারী বা প্রতিবাদী কর্তৃক মামলার স্লিপের অনুলিপির অপর পৃষ্ঠায় প্রাপ্তিস্বীকার সংক্রান্ত স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং তা মামলার নথিতে সংযুক্ত করতে হবে।

৭.১৪ প্রতিবাদী সরকারি সংস্থার একটি প্রকল্পে চাকরি করে, তাকে সমন দেওয়া যাবে কিনা?

সরকারি প্রকল্পের চাকরি সরকারি চাকরি নয়, তাই প্রতিবাদী সরকারি সংস্থার কোনো প্রকল্পে চাকরি করলেও গ্রাম আদালত বিধি মোতাবেক তাকে সমন দেওয়া যাবে।

৭.১৫ উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গ্রহণের পর করণীয় কী?

উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গ্রহণের পর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতকে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের প্যাডে একটি পত্র প্রদান করে অবহিত করবেন। একই সাথে বিধান অনুযায়ী গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে এর কার্যক্রম শুরু করবেন।

৭.১৬ উচ্চ আদালত থেকে মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণের পর আবেদনকারী বা প্রতিবাদী গ্রাম আদালত থেকে নোটিশ বা সমন পাওয়ার পরে হাজির না হলে করণীয় কী?

উচ্চ আদালত থেকে মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হলে আবেদনকারী বা প্রতিবাদী ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালত থেকে এক বা একাধিকবার নোটিশ বা সমন পাওয়ার পরও হাজির না হলে তা সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করবে এবং উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে মামলার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৭.১৭ প্রতিবাদীকে সমন দেওয়ার সময় স্মারক নম্বর বাধ্যতামূলক কিনা?

দাপ্তরিক পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে স্মারক নম্বরের ব্যবহার একটি প্রচলিত চর্চা। তাই প্রতিবাদীকে সমন দেওয়ার সময় সমন ফরমে স্মারক নম্বর দেওয়া বাধ্যতামূলক। উক্ত স্মারক নম্বর ইউনিয়ন পরিষদ পত্র প্রদান রেজিস্টারের ১ নম্বর কলামে লিখতে হবে।

৭.১৮ সাক্ষীকে সমন দেওয়ার পর সাক্ষী যদি আদালতে উপস্থিত না হয় বা সাক্ষ্য দিতে না চায় সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

গ্রাম আদালত যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী দেওয়ার জন্য আদালতে হাজির হতে সমন দিতে পারে। কোনো ব্যক্তি উক্ত সমন ইচ্ছাপূর্বক অমান্য করলে উক্তরূপ অমান্যতা আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রাম আদালত সর্বোচ্চ ১ (এক) হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবে [ধারা: ১০]।

৭.১৯ দায়ের করা মামলার সাক্ষী নিজ পরিবারের হতে পারবে কি?

নিজ পরিবার থেকে সাক্ষী হতে পারবে। এ বিষয়ে আইনে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।

৭.২০ ইউপি সদস্য, ইউপি সচিব, গ্রাম আদালত সহকারী, গ্রাম পুলিশ বা অন্য কোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি সাক্ষী হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন কিনা?

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ উপরোক্ত শ্রেণির কাউকে সাক্ষী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করেনি বা তাদের প্রতি কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।

৭.২১ শুনানি চলাকালে সাক্ষীদের সাক্ষ্য কীভাবে গ্রহণ করা হবে?

আবেদনকারী বা প্রতিবাদীর বক্তব্য উপস্থাপনের সময় সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাক্ষীগণকে আদালত কক্ষের বাইরে অবস্থান করতে হবে। প্রথমে আবেদনকারীর বক্তব্য এবং অতঃপর আবেদনকারী পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ লিখতে হবে। তারপর প্রতিবাদীর বক্তব্য ও তার পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ লিখতে হবে [বিধি: ১৫(৯)]।

৮ প্র উ দাবি বা বিবাদ স্বীকার

৮.১ সমন পাওয়ার পর প্রতিবাদী উপস্থিত হয়ে চেয়ারম্যানের কাছে বিবাদ স্বীকার করল; কিন্তু দাবি পূরণ করল না বা দাবি পূরণের জন্য সময় চাইল। সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

সমন পাওয়ার পর প্রতিবাদী উপস্থিত হয়ে চেয়ারম্যানের কাছে দাবি বা বিবাদ স্বীকার করল; কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে দাবি পূরণ না করে সময় চাইল, সেক্ষেত্রে প্রতিবাদীকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে লিখিতভাবে সময় প্রার্থনা করতে হবে। উক্ত লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আবেদনকারীর সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান দাবি পূরণের জন্য প্রতিবাদীকে সময় প্রদান করে আদেশ দেবেন। তবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে সময় মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে উক্ত সময় প্রদানের কারণে প্রতিবাদী কর্তৃক দাবি পূরণ করতে না পারলে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠন কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আদেশনামায় আদেশ লিখে গ্রাম আদালতের সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন।

৮.২ বিধি-৩১-এর আওতায় আবেদনপত্রে উল্লিখিত দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের চেয়ে কম অর্থ বিনিময়ে নিষ্পত্তি করা যাবে কিনা?

বিধি-৩১-এর আওতায় দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের চেয়ে কম অর্থ বিনিময়ে মামলা নিষ্পত্তি করার সুযোগ নেই। তবে আবেদনকারী যদি সজ্ঞানে এবং কোনো প্রকার ভীতি বা চাপ প্রয়োগ ছাড়াই তা মেনে নেয়, তাহলে নিষ্পত্তি করা যাবে।

সমন পাওয়ার পর প্রতিবাদী উপস্থিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে আবেদনকারীর দাবি বা বিবাদ স্বীকার করল, কিন্তু আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনপত্রে উল্লিখিত দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের পূর্ণ টাকা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে এবং উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের চেয়ে কম অর্থ প্রদান করে মামলা নিষ্পত্তি করতে চাইলে, সেক্ষেত্রে প্রতিবাদীকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে লিখিতভাবে উক্ত বিষয়ে আবেদন করতে হবে। উক্ত লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর সম্পূর্ণ সম্মতিতে প্রতিবাদী কর্তৃক দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের চেয়ে কম অর্থ প্রদানপূর্বক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মামলাটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে আবেদনকারীর উক্ত সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে যেন কোনোভাবেই তাকে প্রভাবিত করা না হয়। আবেদনকারী যেন সজ্ঞানে এবং কোনো প্রকার ভীতি বা চাপ প্রয়োগ ছাড়াই বিষয়টি মেনে নেয়।

৮.৩ উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা বিধি-৩১ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা যাবে কিনা? নিষ্পত্তি হলে কীভাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে?

উচ্চ আদালত থেকে দাবির মূল্যমান নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয় যাচাই-বাছাই শেষে কোনো মামলা গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হলে সেটা নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হয়। গ্রাম আদালতে উক্ত মামলার কার্যক্রম শুরুর পর সমন পেয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে অবগত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সম্মুখে যদি প্রতিবাদী উচ্চ আদালত কর্তৃক ইতোমধ্যে নির্ধারিত দাবি স্বীকার করে এবং পূরণ করে, সেক্ষেত্রে উক্ত মামলা বিধি-৩১ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা যাবে।

৮.৪ বিধি-৩১ অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তি হলে ডিক্রি বা আদেশের ফরম ব্যবহারে প্রয়োজন আছে কি?

এক্ষেত্রে ডিক্রি বা আদেশের ফরম (ফরম-১২) ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। মামলাটি নিষ্পত্তিকল্পে আদেশনামায় একটি আদেশ লিখতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ ও অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে তা লিখে রাখতে হবে।

৮.৫ দাবি বা বিবাদ স্বীকার করে নিলে দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দেওয়া যাবে কিনা?

দাবি বা বিবাদ স্বীকার করে নিলে দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ কিস্তিতে পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রতিবাদীকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে লিখিতভাবে সময় প্রার্থনা করতে হবে। উক্ত লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আবেদনকারীর সম্মতিতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কিস্তিতে দাবি পূরণের জন্য প্রতিবাদীকে সময় প্রদান করে আদেশ দেবেন। তবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে কিস্তির সময় মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, উক্ত কিস্তির মেয়াদ প্রদানের কারণে প্রতিবাদী কর্তৃক দাবি পূরণ করতে না পারলে পরবর্তী ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠন কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়।

৮.৬ বিধি-৩১ অনুযায়ী দাবি বা বিবাদ স্বীকার করে নিলে এবং দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি হলে আপোসনামার প্রয়োজন রয়েছে কিনা?

বিধি-৩১ অনুযায়ী দাবি বা বিবাদ স্বীকার করে নিলে এবং দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি হলে আপোসনামার প্রয়োজন নেই। তবে প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে কোনো ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান চাইলে আপোসনামা সম্পাদন করা যেতে পারে।

৮.৭ আবেদনকারীর প্রার্থিত প্রতিকার ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা, কিন্তু প্রতিবাদী সমন পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সম্মুখে দাবি স্বীকার করল এবং উক্ত দাবিকৃত অর্থ মওকুফের জন্য প্রার্থনা করল। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান উভয়পক্ষকে মিলমিশের মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি করে দিল। এক্ষেত্রে মামলাটি বিধি ৩১ অনুযায়ী নিষ্পত্তি বলে গণ্য হবে কিনা? এক্ষেত্রে করণীয় কী এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টার কীভাবে পূরণ হবে? রিপোর্ট কী হবে?

আবেদনকারীর উপস্থিতিতে এবং তার সম্মতিতে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় মামলাটির নিষ্পত্তি হতে পারে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আবেদনকারী যেন কারো কোনো চাপের মুখে না পরে শুধু নিজ বিবেচনায় এবং সজ্ঞানে বিষয়টি মেনে নেয়। এক্ষেত্রে মামলাটি বিধি ৩১ অনুযায়ী নিষ্পত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে। এ মামলার নিষ্পত্তিতে যেহেতু কোনো ক্ষতিপূরণ বা অর্থ লেনদেন হয়নি সেহেতু ক্ষতিপূরণ বা অর্থ লেনদেন রেজিস্টার পূরণ করার প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে রিপোর্টে মামলাটি বিধি ৩১-এ নিষ্পত্তি বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৯ প্র উ গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন

৯.১ গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে কতদিনের মধ্যে প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে হবে?

আবেদনপত্র গ্রহণের দিন হতে সর্বোচ্চ ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পক্ষগণ কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে হবে।

৯.২ প্রতিবাদী যদি সদস্য মনোনয়ন করতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে?

প্রতিবাদী যদি সদস্য মনোনয়ন করতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবেদনকারী বিচারযোগ্য বিষয়ে উপযুক্ত আদালতে মামলা করতে পারবেন মর্মে আবেদনকারীকে একটি সনদ প্রদান করবেন এবং আবেদনপত্রটি তাকে ফেরত দিবেন [ধারা: ৫(৫)(খ)]। তবে যেহেতু গ্রাম আদালতের মূল লক্ষ্য হলো দ্রুত ও সহজে বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং প্রতিবাদী যেহেতু একই ইউনিয়নের বাসিন্দা সেহেতু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রতিবাদী যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা, সেই ওয়ার্ডের সদস্যের মাধ্যমে তাকে সদস্য মনোনয়নের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

৯.৩ নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলায় যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষ নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন না দিয়ে ২ (দুই) জনই পুরুষ প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে চায় সে ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের করণীয় কী?

নারীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলায় সংশ্লিষ্ট পক্ষে নারী সদস্য মনোনয়ন দেওয়া উক্ত মামলায় গ্রাম আদালত গঠনের পূর্বশর্ত [ধারা: ৫(১)]। সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলায় নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন না দিয়ে দুই (০২) জনই পুরুষ প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়, তাহলে গ্রাম আদালত গঠন করা যাবে না। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়্যারম্যান নারী সদস্য মনোনয়ন সংক্রান্ত আইনি বাধ্যবাধকতা এবং এর ইতিবাচক দিক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবহিত করবেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষ এরপরও যদি নারী সদস্য মনোনয়ন করতে ব্যর্থ হয় তবে কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত পক্ষের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের কোন নারী সদস্য অথবা স্থানীয় কোন নারীকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে গ্রাম আদালত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৯.৪ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় কোনো আইনজীবী অথবা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে স্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া যাবে কিনা?

স্থানীয় কোনো আইনজীবী বা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে (স্থানীয় ব্যক্তি) অন্তর্ভুক্ত করা যাবে তবে এক্ষেত্রে তিনি আইনজীবী হিসেবে কোনো পারিশ্রমিক বা ফি গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে (স্থানীয় ব্যক্তি) অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।

৯.৫ সদস্য মনোনয়নের জন্য নির্দেশনামা পাবার পর কোনো পক্ষ সময়ের আবেদন করলে করণীয় কী?

সদস্য মনোনয়নের জন্য নির্দেশনামা পাবার পর কোনো পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্য মনোনয়নে অপারগতা জানিয়ে সময়ের আবেদন করলে সময় প্রদান করা যাবে। তবে উক্ত সময় কোনোক্রমেই নির্দেশনামা প্রদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিনের বেশি দেওয়া যাবে না।

৯.৬ সদস্য মনোনয়নের জন্য নির্দেশনামা পাবার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্য মনোনয়নে অপারগতা প্রকাশ করলে করণীয় কী হবে?

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সম্মতিক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের কোনো সদস্য এবং স্থানীয় কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে গ্রাম আদালত গঠন করবেন [বিধি: ৯]।

৯.৭ বিরোধের কোনো পক্ষ স্থানীয় প্রতিনিধির পরিবর্তে দুইজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে পারবে কিনা?

বিধান অনুযায়ী গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে উভয়পক্ষকে প্রতিনিধি হিসেবে ১ (এক) জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং ১ (এক) জন স্থানীয় ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে হবে। তবে যুক্তি সঙ্গত কারণে কোনো পক্ষ চাইলে ১ (এক) জন স্থানীয় ব্যক্তির পরিবর্তে নির্বাচিত দুই জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকেই প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যক্তির পরিবর্তে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর যুক্তি সঙ্গত কারন উল্লেখ পূর্বক লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।

৯.৮ বিরোধের কোনো পক্ষ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে পারবে কিনা?

যে কোনো পক্ষ চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন করতে পারবে [ধারা: ৫(৪)]।

১০ প্র উ গ্রাম আদালত গঠন

১০.১ কতদিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠন করতে হবে?

আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ হতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠন করতে হবে [বিধি: ১০(৩)]।

১০.২ কোনো পক্ষ যদি কোনো বিষয় নিয়ে গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে মামলা করে এবং একই বিষয়ে অন্য পক্ষ থানায় মামলা করলে চেয়ারম্যানের করণীয় কী?

কোনো পক্ষ যদি কোনো বিষয় নিয়ে গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে মামলা করে এবং একই বিষয়ে অন্য পক্ষ থানায় মামলা করলে তা ভিন্ন মামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদে দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান আইন অনুযায়ী ধাপসমূহ অনুসরণ করে মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাপ্তরিকভাবে উক্তরূপ মামলা সম্পর্কে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তা গ্রাম আদালতের বিবেচ্য বিষয় নয়।

১০.৩ যে বিষয় নিয়ে গ্রাম আদালতে মামলা রয়েছে ওই একই বিষয় নিয়ে পুলিশের কাছে অপর পক্ষ অভিযোগ করলে সে ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ এদের কার কী করণীয়?

চেয়ারম্যান আইন অনুযায়ী ধাপসমূহ অনুসরণ করে মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ উক্ত অভিযোগের তদন্ত অব্যাহত রাখবে।

১০.৪ গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক কিনা?

যে কোনো বিচার প্রক্রিয়ার মতোই গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায়ও নারী-পুরুষ সবার সমান অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় বিচারিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম। সেই বিবেচনায় গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য নারীর অংশগ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলায় সংশ্লিষ্ট পক্ষে নারী সদস্য মনোনয়ন দেওয়া আবশ্যক [ধারা: ৫(১)]।

১০.৫ নারীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা বলতে কী বুঝায়?

মামলার আবেদনকারী বা প্রতিবাদী নারী হলে মামলাটি প্রাথমিকভাবে নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা বুঝাবে।

১০.৬ ৫(পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে ৪ (চার) জন নারী হলে আইনে কোনো সমস্যা হবে কিনা?

৫ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন নারী হলে আইনে কোনো সমস্যা নেই। গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়নের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে নারী-পুরুষ সবার জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত। কোনো পক্ষ মনে করলে তার পক্ষ থেকে ২ জন পুরুষ বা ২ জন নারীকে মনোনয়ন দিতে পারেন।

১০.৭ কোন অবস্থায় এবং কখন প্যানেল চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে?

অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোনো কারণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল থেকে অগ্রাধিকারক্রমে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন [ধারা: ৩৩(২), স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯]।

গ্রাম আদালত গঠনের পর এর যে কোনো পর্যায়ে উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১১ প্র উ লিখিত আপত্তি

১১.১ লিখিত আপত্তি দাখিলের বিষয়টি প্রতিবাদী কীভাবে জানতে পারবেন?

লিখিত আপত্তি দাখিলের বিষয়টি আদেশনামায় উল্লেখ থাকতে হবে এবং মামলার স্লিপের মাধ্যমে প্রতিবাদীকে অবহিত করতে হবে। মামলার স্লিপ প্রেরণের তথ্য যথাযথ স্মারক নম্বর দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ পত্র প্রদান রেজিস্টারে লিখে রাখতে হবে।

১১.২ গ্রাম আদালত গঠনের পর নির্ধারিত সময়ের (৩ দিন) মধ্যে প্রতিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিল করলে করণীয় কী হবে?

প্রতিবাদী কর্তৃক লিখিত আপত্তি দাখিলের বিষয়টি ঐচ্ছিক। লিখিত আপত্তি দাখিল করলে বা না করলেও উভয়ক্ষেত্রেই বিষয়টি আদেশনামায় উল্লেখ করতে হবে। যদি লিখিত আপত্তি দাখিল করা হয়, তাহলে মামলার শুনানিকালে উক্ত আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। মামলার রেজিস্টারের ১০ নং কলামে দাখিলকৃত আপত্তির সারাংশ উল্লেখ করতে হবে।

১২ প্র উ প্রাক বিচার

১২.১ প্রাক বিচারের মাধ্যমে আপোস-নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সর্বোচ্চ কতদিন সময় দেওয়া যাবে?

প্রাক বিচারের মাধ্যমে আপোস-নিষ্পত্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করতে হবে [ধারা: ৬(খ)(২)]।

১২.২ আপোসনামায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর করার জন্য স্থান নির্ধারিত করে দেওয়া নেই, সেই ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর কি বাধ্যতামূলক?

আপোসনামায় ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর করার প্রয়োজন নেই। তবে প্রাক বিচারের মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তি হলে গ্রাম আদালতের সব সদস্যকে আপোসনামার নির্ধারিত স্থানে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করতে হবে।

১২.৩ প্রথম শুনানির পূর্বেই দু'পক্ষই এসে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের কাছে বলল যে তাদের নিজেদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে করণীয় কী হবে?

এক্ষেত্রে উভয়পক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে গ্রাম আদালত চেয়ারম্যানকে আপোসের বিষয়টি অবহিত করতে হবে এবং ফরম-৯ অনুযায়ী আপোসনামা সম্পাদন ও দাখিল করতে হবে। উক্ত লিখিত আবেদন ও দাখিলকৃত আপোসনামার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান আদেশ প্রদানের মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি করবেন। আপোসনামা সম্পাদনকালে উপস্থিত যে কোনো ব্যক্তি সাক্ষী হিসেবে উক্ত আপোসনামায় স্বাক্ষর করতে পারবে।

এক্ষেত্রে ডিক্রি বা আদেশের ফরমের 'সংখ্যাগরিষ্ঠতায়', 'সিদ্ধান্তের পক্ষে' ও 'সিদ্ধান্তের বিপক্ষে' অংশে 'প্রযোজ্য নয়' কথাটি লিখতে হবে।

১২.৪ প্রাক বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলে, উভয়পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি সাক্ষী হিসেবে থাকতে পারবেন কি না বা থাকা বাধ্যতামূলক কিনা?

প্রাক বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলে, উভয়পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধিদের আপোসনামায় সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করা বাধ্যতামূলক।

১৩ প্র উ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অপসারণ

১৩.১ চেয়ারম্যানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কতদিনের মধ্যে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান নিয়োগ করবেন?

চেয়ারম্যানের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো পক্ষ প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করলে সে বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উক্ত আবেদনের বিষয় যথার্থ বলে প্রতীয়মান হলে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের যে কোনো সদস্যকে (বিবাদের কোনো পক্ষের মনোনীত সদস্যগণ ব্যতীত) গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করবেন। চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত মামলার কার্যক্রম ৭ (সাত) দিন পর্যন্ত স্থগিত করতে পারবেন [বিধি: ৩০]।

১৪ প্র উ গ্রাম আদালতের অধিবেশন

১৪.১ গ্রাম আদালতের এজলাস ব্যতীত অন্য কোথাও গ্রাম আদালতের বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে কি? চেয়ারম্যান যদি গ্রাম আদালতের এজলাস ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ করে তাহলে করণীয় কী?

গ্রাম আদালতের এজলাস ব্যতীত অন্য কোথাও গ্রাম আদালতের বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা আইনে না থাকলেও এজলাসে বসে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা একটি প্রচলিত বিচারিক রীতি। গ্রাম আদালতের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে এজলাসে বসে বিচার করার জন্য চেয়ারম্যানগণকে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

১৪.২ গ্রাম আদালতে শুনানির জন্য ন্যূনতম কত জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন? প্রয়োজনীয় সদস্যদের অনুপস্থিতিতে করণীয় কী?

গ্রাম আদালতে শুনানির জন্য চেয়ারম্যানসহ ন্যূনতম ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যক। শুনানিকালে কোনো পক্ষের সদস্য অনুপস্থিত থাকলে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিসাপেক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের কোনো সদস্য এবং স্থানীয় ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে আদালতের সদস্য মনোনয়ন করে মামলার নিষ্পত্তি করতে পারবেন [বিধি: ৯(৩)]। উক্ত প্রকারে নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম্মত না হলে গ্রাম আদালত মামলার শুনানির জন্য পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করবে।

১৪.৩ শুনানির দিন চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকলে কী হবে?

শুনানির দিন চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকলে আদেশের মাধ্যমে শুনানির পরবর্তী তারিখ ধার্য করা যেতে পারে। উক্ত আদেশে চেয়ারম্যান তার পরবর্তী উপস্থিতির দিনে (By date) তারিখ উল্লেখ করে স্বাক্ষর করবেন।

এছাড়াও অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোনো কারণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল থেকে অগ্রাধিকারক্রমে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন [ধারা: ৩৩(২), স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯]। গ্রাম আদালত গঠনের পর যে কোনো পর্যায়ে উক্ত পরিস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪.৪ চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যান শুনানি করতে পারবে কিনা?

অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোনো কারণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল থেকে অগ্রাধিকারক্রমে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন [ধারা: ৩৩(২), স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯]। গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরোধের দ্রুত ও সহজ নিষ্পত্তি করা, তাই চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যান শুনানি করতে পারবেন।

১৪.৫ শুনানির দিন উভয়পক্ষের মনোনীত সদস্যগণ (ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অথবা স্থানীয় ব্যক্তি) উপস্থিত না হলে কী হবে?

শুনানির দিন উভয়পক্ষের মনোনীত সদস্যগণ (ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অথবা স্থানীয় ব্যক্তি) উপস্থিত না হলে গ্রাম আদালত চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের কোনো সদস্য এবং স্থানীয় ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়নপূর্বক মামলার নিষ্পত্তি করবেন [বিধি: ৯(৩)]।

১৪.৬ শুনানি সর্বোচ্চ কতবার মুলতবি রাখা যাবে?

সুনির্দিষ্ট করে আইন বা বিধিতে এ বিষয়ে কিছু বলা নেই। তবে গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্য, স্বল্প সময়ে মামলা নিষ্পত্তি যেন ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক, যাতে আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করা যায়।

১৪.৭ মামলার নির্ধারিত তারিখে কোনো কারণে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকলে পক্ষগণকে ইউনিয়ন পরিষদ সচিব পরবর্তী তারিখ দিতে পারবেন কী? সেক্ষেত্রে ওই দিনের আদেশে কে, কখন স্বাক্ষর করবে?

মামলার শুনানির দিন চেয়ারম্যান কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে ইউনিয়ন পরিষদ সচিব চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে আদেশের মাধ্যমে মামলার পরবর্তী তারিখ দিতে পারবেন। উক্ত আদেশে চেয়ারম্যান তার পরবর্তী উপস্থিতির দিনের তারিখ উল্লেখ করে স্বাক্ষর করবেন।

তবে অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোনো কারণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল থেকে অগ্রাধিকারক্রমে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন [ধারা: ৩৩(২), স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯]। গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরোধের দ্রুত ও সহজ নিষ্পত্তি করা। তাই চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যান শুনানি করতে পারবেন।

১৪.৮ কোনো কারণে চেয়ারম্যান ০৭ (সাত) দিনের বেশি সময় ইউনিয়নের বাইরে থাকতে পারেন, সে ক্ষেত্রে শুনানির সময় সাত ০৭ (সাত) দিনের বেশি দেওয়া যাবে কিনা?

গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে সহজে ও দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করা। তাই শুনানির সময় ০৭ (সাত) দিনের বেশি দেওয়া যাবে না [বিধি: ১৪(২)]। চেয়ারম্যানের অনুমোদিত অনুপস্থিতি যেমন: ছুটি বা অসুস্থতার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্যানেল চেয়ারম্যান উক্ত লক্ষ্য পূরণে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করবেন।

১৫ প্রশ্ন মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা

১৫.১ এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে কি না?

শুধু দাবি বা বিবাদ স্বীকারের মাধ্যমে এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তি হতে পারে। গ্রাম আদালতে বিরোধ নিষ্পত্তি আইনে নির্ধারিত বিভিন্ন ধাপ ও সময় অনুসরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। তবে অনেক সময় অতি দ্রুততর বিচারিক প্রক্রিয়ার কারণেও ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

১৫.২ আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর চেয়ারম্যান একাধারে দীর্ঘদিন এলাকায় অনুপস্থিত থাকলে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কীভাবে মামলা নিষ্পত্তি করা যায়?

চেয়ারম্যানের অনুমোদিত অনুপস্থিতি যেমন: ছুটি বা অসুস্থতার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্যানেল চেয়ারম্যান উক্ত লক্ষ্য পূরণে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করবেন।

১৬ প্রউ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া

১৬.১ গ্রাম আদালতের মামলা চলমান থাকা অবস্থায় আবেদনকারী মারা গেলে করণীয় কী?

ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আবেদনকারী জবানবন্দী প্রদানের পূর্বে মামলা চলমান অবস্থায় মারা গেলে আবেদনকারীর উত্তরসূরিরা মামলা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবেন না। তবে দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর উত্তরসূরিরা মামলায় পক্ষভুক্ত হয়ে মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবেন।

১৬.২ জমির মূল্যমান কীভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

আবেদনকারীর আবেদনে উল্লিখিত মূল্যই জমির মূল্যমান হিসেবে গণ্য হবে। কারণ আবেদনকারীর আবেদনপত্রে বর্ণিত মূল্যমান দ্বারা আদালতের এখতিয়ার সৃষ্টি হবে [কাজী মতিউর রহমান বনাম দীন ইসলাম, ৪৩ ডিএলআর (১৯৯১) ১২৮ দ্রষ্টব্য]

১৬.৩ জমির পরিবর্তে টাকার ডিক্রি হলে এবং তাতে আবেদনকারীর আপত্তি থাকলে করণীয় কী?

ডিক্রি যদি ৩:২ ভোটে হয় সে ক্ষেত্রে আপিল চলবে। তবে সর্বসম্মতিক্রমে বা ৪:১ অথবা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে ৩:১ ভোটে ডিক্রি হলে তা হবে পক্ষগণের ওপর বাধ্যকর এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী তা কার্যকর হবে।

১৬.৪ আবেদনকারী এবং প্রতিবাদী উভয়ই শুনানির দিন অনুপস্থিত থাকলে করণীয় কী হবে?

এক্ষেত্রে আবেদনকারীর অনুপস্থিতি প্রথমে বিবেচনায় নিয়ে আবেদন খারিজ করতে পারে। তবে আবেদনকারী আবেদন খারিজ হওয়ার দিন থেকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে মামলাটি পুনর্বহালের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালত চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদন করতে পারবেন। চেয়ারম্যানের কাছে আবেদনের বিষয়টি সন্তোষজনক মনে হলে তিনি মামলাটি পুনর্বহাল করে শুনানির দিন ধার্য্য করতে পারবেন।

১৬.৫ কোন কোন কারণে মামলা খারিজ করা যাবে?

যদি কোনো কারণে আবেদনকারী মামলার নির্ধারিত তারিখে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে হাজির হতে না পারে বা গ্রাম আদালতে শুনানির দিনে হাজির হতে না পারে, সেক্ষেত্রে আবেদন খারিজ করা যাবে [বিধি: ১৭]। এরূপ খারিজের পর আবেদনকারী বিধান অনুযায়ী

মামলা পুনর্বহালের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদনকারীর অনুপস্থিতির কারণ যথার্থ প্রতীয়মান হলে মামলাটি পুনর্বহাল করে পুনরায় এর বিচারিক কার্যক্রম শুরু করেতে পারবেন। তবে উক্তরূপ খারিজ করার পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্যের মাধ্যমে মামলার নির্ধারিত তারিখে বা শুনানির দিনে আবেদনকারীকে হাজির করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

১৬.৬ শুনানিকালে আবেদনকারী অনুপস্থিত থাকায় মামলা খারিজ করা হয়। পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে আবেদনকারী উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে আবেদন করেছে। ইতোমধ্যে উক্ত মামলার প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

মামলাটি খারিজ করার দিন থেকে পরবর্তী ১০ (দশ) দিন পর্যন্ত তা চলমান মামলা হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। আবেদনকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি উক্ত ১০ (দশ) দিনের মধ্যে মামলাটি পুনর্বহাল করা না হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনে মামলাটি খারিজ হয়েছে বলে উল্লেখ করতে হবে [বিধি: ১৭(২)]।

১৬.৭ মামলা চলাকালীন তারিখে আবেদনকারী আসেন; কিন্তু প্রতিবাদী আসেন না, আবার পরবর্তী তারিখে প্রতিবাদী আসেন; কিন্তু আবেদনকারী আসেন না– এভাবে ৯০ দিন পার হয়ে গেলে তখন করণীয় কী?

গ্রাম আদালতে শুনানির কার্যক্রম শুরু হওয়ার অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হলে এর কারণ লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে [ধারা: ৬(২)]। অন্যথায় উক্ত মেয়াদ শেষে গ্রাম আদালত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যাবে [ধারা: ৬(৩)]।

১৬.৮ প্রতিবাদী একাধিক কিন্তু মূল প্রতিবাদী শুনানির দিনে হাজির নয়। সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

শুনানির দিন মূল প্রতিবাদী অনুপস্থিত থাকলেও মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে [বিধি: ১৮]। প্রতিবাদীর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলে মূল প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতেও মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে।

১৬.৯ একাধিক প্রতিবাদীর ক্ষেত্রে মামলার প্রতি তারিখে সবার উপস্থিতি বাধ্যতামুলক কিনা? কোনো একজন উপস্থিত না থাকলে করণীয় কী?

একাধিক প্রতিবাদীর ক্ষেত্রে মামলার শুনানির দিন গ্রাম আদালতে সব প্রতিবাদী উপস্থিত থাকতে হবে। বাধ্যতামূলক। তবে কোন একজন প্রতিবাদী বা প্রতিবাদীগণের অনুপস্থিতিতে মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে যদি তাদের মনোনিত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। [বিধি: ১৮]।

১৬.১০ দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশি ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া যাবে কি?

আবেদনকারীর দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশি ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া যাবে না।

১৬.১১ প্রতিবাদীকে ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি যদি মনে হয় তার শাস্তি পাওয়া দরকার তাহলে সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে কিনা?

গ্রাম আদালত যদি মনে করে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিরোধীয় কোন ফৌজদারি বিষয়ে প্রতিবাদীর শাস্তি পাওয়া দরকার, তাহলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ২১ নং ফরম পূরণের মাধ্যমে গ্রাম আদালত মামলাটির বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য উহা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করবেন। কিন্তু গ্রাম আদালত শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না [ধারা: ১৬(২), বিধি ৩৬]।

১৬.১২ গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি ৪ জন একপক্ষে এবং চেয়ারম্যান একপক্ষে সিদ্ধান্ত দিলে কীভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারে?

গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি ৪ জন একপক্ষে এবং চেয়ারম্যান একপক্ষে সিদ্ধান্ত দিলে উক্ত মামলা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট (৪:১)-এ নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১৬.১৩ একতরফা সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে কি না?

প্রতিবাদী যদি সদস্য মনোনয়ন না করেন তাহলে গ্রাম আদালত গঠিত হবে না। প্রতিবাদী সদস্য মনোনয়ন করার পর গ্রাম আদালত গঠিত হলে যদি পরে সে না আসে তাহলে তার অনুপস্থিতিতেই মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে [বিধি ১৮ (১)]। গ্রাম আদালতে একতরফা সিদ্ধান্ত প্রদানের কোনো বিধান নেই। কারণ গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে আবেদনকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়পক্ষের প্রতিনিধি মনোনয়ন এবং শুনানির মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করা এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাই একতরফা বিচার করে সিদ্ধান্ত প্রদান করা যাবে না।

১৭ প্রউ আপিল

১৭.১ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কখন আপিল করা যায়?

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত (৫:০) বা চার-এক (৪:১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিন-এক (৩:১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে উক্ত সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপিল করা যাবে না। সিদ্ধান্ত তিন-দুই (৩:২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে, সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে আপিল করতে পারবে।

১৮ প্রউ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ

১৮.১ গ্রাম আদালত সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর চেয়ারম্যান ক্ষতিপূরণ আদায়ে ব্যর্থ হলে করণীয় কী?

যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান না করা হয়, সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান তা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায় পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর অধীনে আদায় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করবেন [ধারা ৯(৩)]।

উক্ত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করিতে ব্যর্থ হলে তিনি ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করে উক্ত অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৬৮(২) অনুযায়ী সরকারি দাবি হিসেবে আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট অফিসার হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সার্টিফিকেট অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে ফরম-২০ অনুযায়ী দাবি পেশ করবেন [বিধি: ৩৪(৫)]।

১৮.২ গ্রাম আদালত কর্তৃক কোনো মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৫ দিন পরে প্রতিবাদী উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আরো কিছু দিন সময় চেয়ে আবেদন করল। এক্ষেত্রে প্রতিবাদীকে সময় দেওয়া যাবে কিনা?

আইন অনুযায়ী গ্রাম আদালত যে মেয়াদ নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে, সে মেয়াদের মধ্যেই প্রতিবাদীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ ফেরত দিতে হবে। প্রতিবাদী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি উক্ত অর্থ প্রদান করা না হয় তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করবেন [ধারা ৯(৩)]। তবে যেহেতু গ্রাম আদালত কোনো আনুষ্ঠানিক আদালত নয় এবং যেহেতু ইতোমধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, সেহেতু প্রতিবাদীর এইরূপ লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে মামলাটির সহজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতিবাদীকে কিছুদিন সময় দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে সম্মতি প্রদানের জন্য যেন কোনো রকম প্রভাব বা চাপ প্রয়োগ করা না হয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৮.৩ গ্রাম আদালত কাউকে শাস্তি দিতে পারে না, তাহলে ৫০৯ ধারা (নারীর শালীনতা অবমাননা বা অমর্যাদা) মামলা গৃহীত হলে সিদ্ধান্ত কী হবে?

গ্রাম আদালতে কাউকে শাস্তি দিতে পারে না। তবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারে। এ ধরনের অভিযোগ গৃহীত হলে আবেদনকারী কর্তৃক দাবিকৃত প্রতিকারের ওপর নির্ভর করে গ্রাম আদালত সিদ্ধান্ত দেবে।

১৮.৪ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী কোনো জমির দখল ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে করণীয় কী?

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবাদী যদি উক্ত জমির দখল ফিরিয়ে না দেয়, সেক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য বিষয়টি এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করতে হবে [ধারা: ৯(৪)]। জমির দখল বুঝিয়ে দেওয়ার এখতিয়ার গ্রাম আদালতের নেই।

১৮.৫ গ্রাম আদালতে মামলার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর নথিটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার? ইউপি চেয়ারম্যান নাকি গ্রাম আদালত চেয়ারম্যান?

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের।

১৯ প্রউ ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান

১৯.১ গ্রাম আদালত ক্ষতিপূরণ ধার্য্যপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করল। প্রতিবাদী তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বললেন না অথচ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিপূরণ মওকুফের জন্য আবেদন করলেন। সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

গ্রাম আদালতে ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রতিবাদী কর্তৃক মওকুফের আবেদন করার বা গ্রাম আদালত কর্তৃক ধার্য্যপূর্বক সিদ্ধান্ত মওকুফের কোনো বিধান নেই। কেবল ৩:২ ভোটে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ উপযুক্ত আদালতে আপিল করতে পারবে।

১৯.২ গ্রাম আদালতের মামলায় প্রতিবাদী ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনো অর্থ প্রদান করলে তাকে কোনো প্রকার রসিদ প্রদান করতে হবে কিনা?

এরূপ রসিদ প্রদানের কোনো আইনি বিধান নেই। তবে চেয়ারম্যান কর্তৃক যে কোনো অর্থ লেনদেনই ইউনিয়ন পরিষদের প্যাড বা রসিদে উক্ত অর্থের প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ দেওয়া উচিত। ক্ষতিপূরণ ও অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে অর্থ প্রদানের তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রতিবাদীকে নির্ধারিত কলামে স্বাক্ষর করতে হয়।

২০ প্রউ গ্রাম আদালতের অবমাননা

২০.১ প্রতিবাদী কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না চাইলে বা শপথবাক্য পাঠ করতে না চাইলে করণীয় কী হবে?

প্রতিবাদী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আদালতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা বিচারিক প্রথার অংশ। তবে প্রতিবাদীকে অবশ্যই শপথবাক্য পাঠ করতে হবে [বিধি: ১৫(৯)]। তিনি শপথবাক্য পাঠ করতে না চাইলে তা আদালত অবমাননা বলে গণ্য হবে [ধারা: ১১(১)]। এক্ষেত্রে গ্রাম আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদালত অবমাননার দায়ে অনধিক এক হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবে [ধারা: ১১(২)]।

২১ প্রউ জরিমানা ও অর্থ আদায় পদ্ধতি

২১.১ গ্রাম আদালত কাউকে জরিমানা করতে পারে কি না? কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত জরিমানা করতে পারে?

গ্রাম আদালতে জরিমানা করার বিধান রয়েছে। গ্রাম আদালত মিথ্যা মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা [ধারা: ৯(ক)], সাক্ষী কর্তৃক সমন অমান্য করলে অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা [ধারা: ১০(২)] এবং গ্রাম আদালত অবমাননা করলে অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা [ধারা: ১১] জরিমানা করতে পারে।

২১.২ গ্রাম আদালতে কোনো ব্যক্তিকে জরিমানা করার পর সেই ব্যক্তি সিদ্ধান্ত না মানলে করণীয় কী?

গ্রাম আদালতে কোনো ব্যক্তিকে জরিমানা করার পর তৎক্ষণাৎ তা আদায় না হলে জরিমানার অর্থ অনাদায়ের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি আদেশ ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করবে। উক্ত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ আরোপিত কর হিসেবে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৬৮(২) অনুযায়ী আদায় করবেন [ধারা ১২(১)]।

ইউনিয়ন পরিষদ আরোপিত কর হিসেবে উক্ত জরিমানার অর্থ আদায় করতে অসমর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করে সরকারি দাবি হিসেবে উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট অফিসার হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সার্টিফিকেট অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে ফরম-২০ অনুযায়ী দাবি পেশ করবেন [বিধি: ৩৪(৫)]।

২১.৩ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্রোক পরোয়ানা জারি করা যাবে কি না?

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী গ্রাম আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত অনাদায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর হিসেবে আদায়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক বিধি মোতাবেক ক্রোক পরোয়ানা জারি করা যাবে।

২১.৪ ক্ষতিপূরণের টাকা অনাদায়ে সার্টিফিকেট অফিসার (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) বরাবর প্রেরণ করা হলে তিনি তা কত দিনের মধ্যে আদায় করবেন?

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকা অনাদায়ে তা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর হিসেবে আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অর্থ/জরিমানা আদায় ফরম (ফরম-২০) পূরণ করে তা সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) বরাবর প্রেরণ করবেন। সার্টিফিকেট অফিসার (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-এর কাছে ফেরত পাঠাবেন। সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩-এ টাকা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়ের কথা উল্লেখ নেই। আইনে বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব টাকা আদায় করবেন।

২১.৫ যদি মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য জরিমানা করা হয় তবে সেই অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কী হিসেবে পাবেন?

উক্ত অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবেন [ধারা: ৯ক(২)]।

২২ প্র উ সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব

২২.১ যদি কোনো প্রতিবাদী নিজ এলাকায় না থেকে অন্যত্র চাকরি বা ব্যবসা করে তাহলে তার পক্ষে অন্য কেউ তার মামলা পরিচালনা করতে পারবে কিনা?

সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে গ্রাম আদালতে প্রতিনিধিত্ব করা যাবে না [ধারা: ১৫]।

২৩ প্র উ বিচারাধীন মামলা উচ্চ আদালত হতে গ্রাম আদালতে প্রেরণ

২৩.১ উচ্চ আদালত থেকে কোনো মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণের পর আবেদনকারীকে গ্রাম আদালতে আবেদন করতে হবে কিনা?

উচ্চ আদালত থেকে কোনো মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণের পর আবেদনকারীকে গ্রাম আদালতে পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে না।

২৩.২ উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলা ইউনিয়ন পরিষদে পাওয়ার পর চেয়ারম্যানের করণীয় কী?

উচ্চ আদালত থেকে মামলার নথি পাওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদ মামলাটি গ্রহণ করে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করার জন্য গ্রাম আদালত গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করবেন। একই সাথে উচ্চ আদালতকে মামলা গ্রহণের বিষয়টি অবহিত করবেন এবং পরবর্তী সময়ে মামলা নিষ্পত্তির তথ্য লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করবেন।

২৩.৩ উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলার ফি নেওয়া হবে কি? নেওয়া হলে কখন কীভাবে নেওয়া হবে?

উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলার ক্ষেত্রে কোনো ফি নেওয়া যাবে না [বিধি: ৩০(৩)]।

২৩.৪ উচ্চ আদালত থেকে মামলার নথি পাওয়ার কত দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে?

উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলা গ্রহণের পর ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠন করতে হবে [বিধি: ১০(৩)]। গ্রাম আদালতে শুনানির কার্যক্রম শুরু হওয়ার অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলাটির নিষ্পত্তি করতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হলে এর কারণ উল্লেখ করে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলাটির নিষ্পত্তি করতে হবে [ধারা: ৬(২)]। অন্যথায় উক্ত মেয়াদ শেষে গ্রাম আদালত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যাবে [ধারা: ৬(৩)]।

২৩.৫ উচ্চ আদালত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার (প্লেস অব অকারেন্স) ইউনিয়নে মামলা প্রেরণ না করে প্রতিবাদীর ইউনিয়নে মামলা প্রেরণ করলে সে ক্ষেত্রে ঐ ইউনিয়ন পরিষদের করণীয় কী?

যেহেতু বিরোধীয় ঘটনা সংঘটনের স্থান উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলা গ্রহণকারী ইউনিয়নে নয়, সেহেতু উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মামলা প্রেরণকারী উচ্চ আদালতকে আইনের

বিধান [ধারা: ৬] উল্লেখ করে বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিতকরণপূর্বক মামলার নথি ফেরত পাঠাবে।

২৩.৬ উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোনো প্রতিবেদন ঐ আদালতে প্রেরণ করতে হবে কি না?

উচ্চ আদালত থেকে মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হলে তা উচ্চ আদালতের নথিতে বিচারাধীন হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তি হলে উক্ত নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেরণকারী আদালতকে অবহিত করতে হবে।

২৩.৭ উচ্চ আদালত থেকে কোনো মামলা ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করা হলে প্রতিবাদীকে সমন দেওয়া হয়, আবেদনকারীকে হাজির করার জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে?

আবেদনকারীকে মামলার স্লিপ (ফরম-১১)-এর মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

২৩.৮ উচ্চ আদালত হতে প্রেরিত মামলা যেটি ইতোমধ্যে ১২০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে উক্ত মামলা গ্রাম আদালতে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে?

উচ্চ আদালতে অতিবাহিত সময় এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নয়। উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলাটি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করে গ্রাম আদালতের যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণে মামলটির নিষ্পত্তি করে উচ্চ আদালতকে অবহিত করতে হবে।

২৩.৯ উচ্চ আদালত থেকে গৃহীত মামলার ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তে আবেদনকারী যদি সংক্ষুব্ধ হন, সেক্ষেত্রে তার কী করণীয় রয়েছে?

উচ্চ আদালত থেকে গৃহীত মামলার ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন-দুই (৩:২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয় তাহলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ত্রিশ দিনের মধ্যে ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে এখতিয়ারসম্পন্ন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এবং দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আপিল করতে পারবে।

২৪ প্রউ নকল সরবরাহ

২৪.১ গ্রাম আদালত আইনে নকল নেওয়ার কোনো বিধান আছে কি না? থাকলে কী পদ্ধতিতে নকল তোলা যাবে?

গ্রাম আদালত আইনে নকল নেওয়ার বিধান রয়েছে। কোনো বিরোধীয় বিষয়ে গ্রাম আদালত চলমান থাকলে উক্ত আদালতের চেয়ারম্যান বা গ্রাম আদালত না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষের আবেদনক্রমে তাদের মামলা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, রেজিস্টারে সংরক্ষিত তথ্যসমূহের নকল বা ফটোকপি চাহিবামাত্র প্রদান করবেন। এজন্য প্রত্যেক পৃষ্ঠা বা এর অংশ বিশেষের নকল বা ফটোকপির জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে ফিস দিতে হবে [বিধি: ২৪]।

২৫ প্র উ রেজিস্টার ও নথিপত্র সংরক্ষণ

২৫.১ গ্রাম আদালতের নথি কত দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়?

রেজিস্টারসমূহ ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যান্য নথিপত্র ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে [বিধি: ২৯(২)]।

২৬ প্র উ গ্রাম আদালতের ফরম ও ফরমেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশনা

২৬.১ গ্রাম আদালতের চলমান মামলা যদি উচ্চ আদালত তলব করে তাহলে গ্রাম আদালতের অগ্রগতির প্রতিবেদনে কোথায় এর তথ্য যাবে?

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম (১৭, ১৮ ও ১৯) এর ৬নং কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২৭ প্র উ বিবিধ

২৭.১ নিষ্পত্তি ও নিষ্পন্নের মধ্যে পার্থক্য কী?

নিষ্পত্তি অর্থ সিদ্ধান্ত হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। নিষ্পন্ন অর্থ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে।

২৭.২ শপথ বাক্যে আবেদনকারী/প্রতিবাদী/কিংবা সাক্ষীর নাম বলা বাধ্যগত কিনা?

শপথ বাক্যে নাম উল্লেখ করা শপথের অংশ, তাই আবশ্যক।

২৭.৩ থানায় বা উচ্চ আদালতে মামলা থাকলে ইউনিয়ন পরিষদে নতুন করে মামলা দায়ের করা যাবে কি না?

থানায় বা উচ্চ আদালতে মামলা থাকলে ইউনিয়ন পরিষদে নতুন করে মামলা দায়ের করা যাবে না।

২৮ প্র উ ফরম

২৮.১ মামলার রেজিস্টার (ফরম-২)

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা একই রেজিস্টারে ধারবাহিকভাবে লিখতে হবে, না আলাদা আলাদাভাবে লিখতে হবে?

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা একই রেজিস্টারে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।

২৮.২ মামলার আদেশনামা (ফরম-৩)

মামলার আদেশনামায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কোথায় স্বাক্ষর করবেন?

আদেশনামায় বিবরণের অংশে যেখানে আদেশ শেষ হবে, স্বাক্ষরের অংশে সে বরাবর তারিখসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করবেন এবং স্বাক্ষরের নিচে প্রযোজ্য সিল দেবেন।

২৮.৩ প্রতিবাদীর প্রতি সমন (ফরম-৪)

প্রতিবাদীর প্রতি সমন ফরমে স্মারক নং থাকার প্রয়োজন রয়েছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে স্মারক লিখার ক্ষেত্রে কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে? স্মারক নং কোথায় লিখতে হবে?

দাপ্তরিক পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্মারক নং প্রদান আবশ্যক। যেহেতু প্রতিবাদীর প্রতি সমন একটি দাপ্তরিক যোগাযোগ, তাই উক্ত ফরমে স্মারক নম্বর থাকা আবশ্যক। স্মারক নম্বর লেখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্মারক কোড অনুসরণ করতে হবে এবং তা সমন ফরমের নিচে বাম পাশে উল্লেখ করতে হবে।

২৮.৪ মালার স্লিপ (ফরম-১১)

মামলার স্লিপে মামলার আগামী তারিখ কোথায় লিখতে হবে?

মামলার স্লিপে মামলার আগামী তারিখ 'বার'-এর স্থানে লিখতে হবে।

মামলার স্লিপে স্মারক দিতে হবে কিনা?

দাপ্তরিক লিখিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্মারক নং প্রদান আবশ্যক। বিধিতে স্মারকের বিষয়টি উল্লেখ নেই, তবে যেহেতু মামলার স্লিপের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে, তাই উক্ত স্লিপে স্মারক নম্বর ব্যবহার করা যেতে পারে। স্মারক নম্বর লেখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্মারক কোড অনুসরণ করতে হবে এবং তা মামলার স্লিপের নিচে বাম পাশে উল্লেখ করা যেতে পারে।

২৮.৫ গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেনের রেজিস্টার (ফরম-১৩)

গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে অর্থ আদায় বা লেনদেনের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে। সম্পত্তি আদায় সংক্রান্ত তথ্য কোথায় লিখতে হবে?

ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে কলাম ৫, ৬ এবং ৮-এ আদায়কৃত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখ করে তার নিচে বন্ধনীর মধ্যে আনুমানিক মূল্যমান লিখে তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যেমন: "২ শতক জমি (৭০,০০০ টাকা) ২০/১২/১৭"।

২৮.৬ ফিস/জরিমানার রসিদ (ফরম-১৪)

ফিস বা জরিমানা রসিদে নম্বর লিখার কোনো নির্দেশনা নেই? কিন্তু ফিস বা জরিমানা রেজিস্টারে ফিস বা জরিমানা রসিদের নম্বর লিখতে হয় [ফরম-১৫, কলাম-৬]। এক্ষেত্রে কী করা প্রয়োজন?

ফিস বা জরিমানা রসিদে হাতে নম্বর লিখতে হবে এবং উক্ত নম্বর ফিস বা জরিমানা রেজিস্টারের ৬নং কলামে উল্লেখ করতে হবে।

২৮.৭ পত্র প্রদান রেজিস্টার (ফরম-১৬)

পত্র প্রদান রেজিস্টারে ৬নং কলামে বর্ণিত সংরক্ষিত ফাইল বলতে কী বুঝায়?

ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালত হতে কোনো চিঠিপত্র হাতে হাতে পাঠানো হলে "বুঝিয়া পাইলাম" এই মর্মে প্রাপকের স্বাক্ষরসম্বলিত একটি কপি অফিসে সংরক্ষণ করা হয় যা নথিতে সংযুক্ত করে রাখা হয়। আবার ডাকযোগে পাঠানো হলেও ঐ চিঠিতে নিচে "অফিস কপি সংরক্ষিত" কথাটি লেখা হয় যার একটি কপি অফিসে সংরক্ষণ করা হয় এবং যা নথিতে সংযুক্ত করে রাখা হয়। এখানে সংরক্ষিত ফাইল বলতে সেই অফিস কপিকে বুঝাবে।

পত্র প্রদান রেজিস্টারে স্মারক নম্বর লেখার নিয়ম কী?

পত্র প্রদান রেজিস্টারে স্মারক নম্বর লেখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্মারক কোড অনুসরণ করতে হবে।

একনজরে গ্রাম আদালতের ধাপসমূহ

১. আবেদনপত্র দাখিল

- আবেদন ফরম সংগ্রহ করা (ফরম-১)
- ফরম পূরণ ও ইউনিয়ন পরিষদে জমা দেওয়া
- ফিস দেওয়া/নেওয়া, ফিস রশিদে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর নেওয়া, রশিদ সংগ্রহ করা (ফরম-১৪)
- ফিস বা জরিমানার রেজিস্টার পূরণ করা (ফরম-১৫)

২. আবেদনপত্র গ্রহণ

- আবেদনপত্র পরীক্ষা করা: এখতিয়ারভুক্ত কিনা, গ্রাম আদালতের ক্ষমতার মধ্যে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। আরো পরীক্ষা করতে হবে– অন্য কোনো আদালত থেকে দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা, নাবালকের স্বার্থ জড়িত কিনা, বিবাদের কোনো পক্ষ সরকারি চাকুরে কিনা, এ একই বিষয়ে অন্য আদালতে কোনো মামলা চলছে কিনা বা একই বিষয়ে একই পক্ষগণের মধ্যে আগে কোনো মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা। এ বিষয়গুলো পরীক্ষা করে আবেদনপত্র গ্রহণ বা নাকচ করতে হবে।
- পরীক্ষা শেষে আবেদনপত্র গ্রহণ না করা হলে আবেদনপত্রের ওপর নাকচের কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করে আবেদনপত্র আবেদনকারীকে ফেরত দিতে হবে।
- আবেদনপত্র গ্রহণ করা হলে এতদসংক্রান্ত আদেশ হবে (ফরম-৩)।
- আবেদনপত্র থেকে মামলার রেজিস্টার (ফরম-২)-এর ৫নং কলাম পর্যন্ত পূরণ করতে হবে।

৩. সমন জারি ও অবহিতকরণ

- প্রতিবাদীর প্রতি সমন জারি (ফরম-৪)
- পত্র প্রদান রেজিস্টারে সমন সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করণ
- মামলার স্লিপের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিতকরণ (ফরম-১১)

৪. আবেদনকারী প্রতিবাদীর প্রথম হাজিরা

- আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর হাজিরা গ্রহণ (ফরম-১০)

৫. দাবি বা বিবাদ স্বীকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

- প্রতিবাদী যদি চেয়ারম্যানের সামনে দাবি বা বিবাদ স্বীকার করে তবে এতদসংক্রান্ত আদেশ হবে
- মামলার রেজিস্টার (মন্তব্য কলাম) পূরণ
- ক্ষতিপূরণের অর্থ-লেনদেন রেজিস্টার (ফরম-১৩) পূরণ

৬. সদস্য মনোনয়ন (যদি দাবি বা বিবাদ স্বীকারের মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি না হয়)

- সদস্য মনোনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ হবে
- গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা (ফরম-৬) স্মারক নং সহ প্রদান

- গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন ফরম (ফরম-৭) প্রদান
- পত্রপ্রদান রেজিস্টারে (ফরম-১৬) লিপিবদ্ধকরণ

৭. গ্রাম আদালত গঠন
- গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন ফরম দাখিল
- গ্রাম আদালত গঠনের আদেশ হবে
- মামলার রেজিস্টার (ফরম-২) পূরণ
- আদেশসহ মামলার নথি গ্রাম আদালতে প্রেরণ

নোট: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব বা স্বাক্ষরের অংশ শেষ

৮. লিখিত আপত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও স্বাক্ষরের অংশ শুরু
- লিখিত আপত্তি দাখিলের আদেশ (ফরম-৩) প্রদান
- প্রতিবাদীর আপত্তি থাকলে তা মামলার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা (ফরম-২, কলাম-১০)

৯. প্রথম শুনানি বা অধিবেশনের তারিখ নিধারর্ণ
- প্রথম অধিবেশন বা শুনানির তারিখ নির্ধারণ করে আদেশ হবে
- সদস্য উপস্থিতির অনুরোধপত্র (ফরম-৮) স্মারক নং সহ প্রদান
- সাক্ষীর প্রতি সমন (ফরম-৫) স্মারক নং সহ জারি
- মামলার স্লিপের মাধ্যমে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীকে শুনানির তারিখ সম্পর্কে অবহিতকরণ (ফরম-১১)

১০.প্রথম শুনানি বা অধিবেশন
- আবেদনকারী এবং প্রতিবাদীর হাজিরা গ্রহণ
- সাক্ষীর হাজিরা গ্রহণ (ফরম-১০)
- বক্তব্য প্রদানকারীর শপথ গ্রহণ
- আবেদনকারী ও তার সাক্ষীর বক্তব্য শোনা (সাক্ষী যদি থাকে)
- প্রতিবাদী ও তার সাক্ষীর বক্তব্য শোনা (সাক্ষী যদি থাকে)
- জবানবন্দিতে স্বাক্ষর গ্রহণ
- বিচার্য বিষয় নির্ধারণ
- প্রাক বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ

১১. প্রাক বিচার (প্রাক্-বিচারের মাধ্যমে যদি মামলা নিস্পত্তি হয়)
- আপোসনামা সম্পাদন ও দাখিল (ফরম-৯)
- এতদসংক্রান্ত আদেশ হবে
- মামলার রেজিস্টার (মন্তব্য কলাম-১৩, ফরম-২) পূরণ
- ডিক্রি বা আদেশের ফরম পূরণ (ফরম-১২)

- ডিক্রি বা আদেশের রেজিস্টার পূরণ (ফরম-১২)
- ক্ষতিপূরণের অর্থ-লেনদেন রেজিস্টার (ফরম-১৩) পূরণ

১২. পরবর্তী অধিবশেন বা শুনানির তারিখ নির্ধারণ (প্রাক্-বিচারের মাধ্যমে যদি মামলা নিস্পত্তি না হয়)

- প্রয়োজনীয় আদেশ হবে
- মামলার স্লিপের মাধ্যমে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীকে অবহিতকরণ (ফরম -১১)
- সাক্ষীর প্রতি সমন জারি (প্রয়োজনে)
- পত্রপ্রদান রেজিস্টার (ফরম-১৬) পূরণ

১৩. পরবর্তী শুনানি

- আবেদনকারী এবং প্রতিবাদীর হাজিরা গ্রহণ
- সাক্ষীর হাজিরা গ্রহণ (ফরম-১০)
- বক্তব্য প্রদানকারীর শপথ গ্রহণ
- আবেদনকারী ও তার সাক্ষীর বক্তব্য শোনা (সাক্ষী যদি থাকে)
- প্রতিবাদীর বক্তব্য ও তার সাক্ষীর বক্তব্য শোনা (সাক্ষী যদি থাকে)
- জবানবন্দিতে স্বাক্ষর গ্রহণ
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- চূড়ান্ত আদেশ (ফরম-৩, শুনানি অনুযায়ী আদেশের নম্বর বসবে)
- ডিক্রি বা আদেশের ফরম পূরণ (ফরম-১২)
- ডিক্রি বা আদেশের রেজিস্টার (ফরম-১২) পূরণ
- মামলার রেজিস্টার (ফরম-২) পূরণ
- ক্ষতিপূরণের অর্থ-লেনদেন রেজিস্টার পূরণ

১৪. মামলা প্রেরণ

- আদেশসহ মামলার নথি ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

www.villagecourts.org info@villagecourts.org
www.facebook.com/villagecourts
twitter.com/villagecourts

U N D P
Empowered lives.
Resilient nations.